সংবাদ

তারিখ ... ০৫ SEP 2015
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

সম্পাদকীয়

শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিক সুরাহা করুন

আগামী রোববার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই জোট গত বৃহস্পতিবার উল্লিখিত ঘোষণা দেয়। পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন্ন করা হলেও শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে শিক্ষকদের জোট।

পে-স্কেল থেকে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাদ দেয়ার পর থেকেই আন্দোলনে আছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের একটি দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠকও করেছিলেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী তাদের ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভায় পে-স্কেল চূড়ান্ত অনুমোদন করার সময় শিক্ষকদের দাবি উপেক্ষিতই থেকে গেছে। অবশ্য সরকার শিক্ষকদের দাবি বিবেচনার জন্য এ সংক্রান্ত একটি কমিটি করেছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে সরকারের এই পদক্ষেপ শিক্ষকদের আস্থা অর্জনে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। সরকারের নীতি-নির্ধারকদের বক্তব্য শিক্ষকদের মর্মাহত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে দাবি তুলেছেন সেটি বিবেচনা করে দেখা উচিত। পে-স্কেল ঘোষণা করার পর সরকার যখন সেটির চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে সময় ক্ষেপণ করছিল তখন মনে হয়েছিল, শিক্ষকদের দাবিগুলোর একটি সুরাহা করা হবে। বাস্তবে কালক্ষেপণই হয়েছে, তাদের দাবির সুরাহা হয়নি। হতে পারে যে, শিক্ষকদের দাবিগুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য আরও সময় বা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য হয়তো সরকার মন্ত্রিসভার একটি কমিটি গঠন করেছে। তবে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে আস্থায় নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিলে জটিলতা কমত। সেটি করা হয়নি বলেই আজ শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন।

স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামোসহ যে কয়েকটি দাবি শিক্ষকরা উত্থাপন করেছেন সেগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করে একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে। শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামোর নজির অনেক দেশেই রয়েছে। দেশে সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠানেই স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামো রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। কাজেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামোর দাবিকে ভিত্তিহীন বলার সুযোগ নেই। আর এ কথা স্বীকার করাই শ্রেয় যে, আমলা প্রভাবিত অষ্টম পে-স্কেল শিক্ষকদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

আন্দোলন চলাকালে পরীক্ষা গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত শিক্ষকরা নিয়েছেন তাকে আমরা স্বাগত জানাই। শিক্ষকদের নেতারা বলেছেন, সরকার আলোচনার প্রস্তাব দিলে তারা আলোচনায় যোগ দেবেন। তাদের এই মনোভাব ইতিবাচক। আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি যৌক্তিক সুরাহা হোক সেটাই আমরা চাই।